কালের কণ্ঠ

তারিখ 08 APR 2014
পৃষ্ঠা 26 কলাম 2

শিক্ষকদের পকেটে শিক্ষার্থীদের টাকা!

শিরিনা আক্তারোজ, পিরোজপুর

পিরোজপুরের নাজিরপুরের চারটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে উপবৃত্তির একাধিক টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এক ছাত্র দুঃখ প্রকাশ করে জানায়, টাকা দিয়ে বই কিনতে চাইছিলাম। কিন্তু আমার ৯৬০ টাকা থেকে ৪৬০ টাকাই রেখে দিয়েছেন স্যারেরা।

জানা গেছে, সম্প্রতি উপজেলার দীঘিরজান মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ওই বিদ্যালয়, হোগলাবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বানিয়ারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও পাশের ছবদুল খান দাখিল মাদ্রাসা মিলিয়ে পাঁচ শতাধিক দরিদ্র শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হয়।

এসব প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের সহায়তায় সহকারী শিক্ষকরা প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে খরচসহ বিভিন্ন অজুহাতে ১৫০ থেকে ৪৫০ টাকা পর্যন্ত আদায় করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন শিক্ষার্থী জানায়, সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকরা তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন খরচের কথা বলে জনপ্রতি ১৫০ থেকে ৪৫০ টাকা করে আদায় করেছেন। এ ব্যাপারে দু-একজন শিক্ষার্থী আপত্তি করলে তাদের ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়।

এদিকে এ বিষয়ে দীঘিরজান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মো. এমদাদ হোসেন মোল্লা বলেন, প্রধান শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোনো টাকা নিতে নিষেধ করা হয়েছে। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেন ওই টাকা নেওয়ার কথা অস্বীকার করলেও সরেজমিন গিয়ে টাকা নেওয়ার সত্যতা পাওয়া গেছে।

নাজিরপুর

এ বিষয়ে বিদ্যালয়টির নবম শ্রেণীর ছাত্র জুলহাস হোসেন জানায়, ৯৬০ টাকা পেলেও তা থেকে ৪৬০ টাকাই রেখে দিয়েছেন শিক্ষকরা। একই অভিযোগ করে ওই বিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র, বর্তমানে দীঘিরজান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র মিরাজুল ইসলাম। সে জানায়, গত বছর বানিয়ারী বিদ্যালয়ে পড়ার সময় সেখান থেকে টাকা তুলতে গিয়ে ওই বিদ্যালয়ে ৪৬০ টাকা দিতে হয়েছে।

তবে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শংকর হালদারের কাছে টাকা নেওয়ার ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। তবে টাকা আদায়ের দায়িত্বে থাকা শিক্ষক জাহিদ হোসেন এ ব্যাপারে কিছু না লিখতে সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন এবং সাংবাদিকদের টাকা সাধেন।

হোগলাবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী খাদিজা আক্তার জানায়, সে ৬০০ টাকা পেলেও খরচ বাবদ শিক্ষকদের ১৫০ টাকা দিতে হয়েছে। পঞ্চগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীর ছাত্রী জান্নাত আক্তার জানায়, প্রধান শিক্ষকের নির্দেশে তার কাছ থেকে খরচ বাবদ ৩০০ টাকা রেখে দিয়েছেন ওই বিদ্যালয়ের কর্মচারী পাত্রাহাস মিয়া। ওই সময় ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হলে হোগলাবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলম হাওলাদার এ ব্যাপারে কিছুই না লেখার অনুরোধ করেন সাংবাদিকদের।

এ ব্যাপারে সেখানে উপবৃত্তির টাকা দেওয়ার দায়িত্বে থাকা টাকা থেকে আসা পিএমটির প্রকিউটর কর্মকর্তা মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমরা এখানে আসার পর কোনো প্রতিষ্ঠানের এক কাপ চা-ও খাইনি। আর আমাদের কোনো খরচও দিতে হয় না। তার পরও কোনো প্রতিষ্ঠান যদি খরচ বাবদ কোনো টাকা নেয়, তা অত্যন্ত অন্যায় হবে।